সংবাদ

তারিখ 12 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সোমবার ২৯ বৈশাখ ১৪২১
Monday 12 May 2014

সম্পাদকীয়

ছাত্রলীগের বহুমাত্রিক অপরাধ

ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতা ভাড়াটে অপরাধী হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে গত রোববার একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতা অর্থের বিনিময়ে অন্যের হয়ে অপহরণ করছে। গত তিন মাসে তারা অন্তত পাঁচটি অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। এর একটি ঘটনায় মামলা হলেও বেশিরভাগ অপহরণের ঘটনাই ধামাচাপা পড়ে যায়। ছাত্রলীগের নেতারা এবং পুলিশ প্রশাসন এসব ঘটনা আড়াল করে। একটি অপহরণের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করেছে। অপহরণের ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে অপহৃতরা আপস করতে বাধ্য হন। জানা গেছে, অন্যের পাওনা টাকা আদায় করে দেয়ার উদ্দেশে ছাত্রলীগ নেতারা এসব অপহরণ করে। পাওনা উদ্ধারের বিনিময়ে তারা চুক্তি অনুযায়ী টাকা পায়।

ছাত্রলীগের নেতারা অন্যায় অপরাধকে রীতিমতো একটি 'শিল্পে' পরিণত করেছে। তাদের অপকর্ম বাস্তবিকই বহুমাত্রিক। পাওনাদারদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দেনাদারকে অপহরণ করা ছাত্রলীগের 'বহুমাত্রিক অপরাধ শিল্পের' একটি নমুনা মাত্র। ছাত্র সংগঠনের লেবাসধারী অপরাধ সংগঠন ছাত্রলীগের মদতদাতারাও বোধহয় এটাই চান যে, তাদের লাগাতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগ কত ধরনের অপরাধ কী কী মাত্রায় সংঘটিত করতে পারে। মহাজোট সরকার আসলে ছাত্রলীগের 'অপরাধ শিল্পের' চরম উৎকর্ষ ঘটেছে বলে যারা বিস্মিত হয়েছিলেন তারা এক অর্থে বিভ্রান্তই হয়েছেন। ছাত্রলীগের অন্যায় অপকর্মের উৎকর্ষের মাত্রা বা বিস্তৃতির কোন সীমা যে নেই সেটা তারা তখন বোঝেননি। ৫ জানুয়ারির একপেশে নির্বাচনের পর ছাত্রলীগের অপরাধের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

ছাত্রলীগের অপরাধীরা যে ধরাছোঁয়ার বাইরে সেই বার্তা এখন সবার কাছেই পরিষ্কার। যে কারণে অপহরণকারী ছাত্রলীগ নেতাকে শনাক্ত করা হলেও আটক করা হয় না। বরং অপহরণকারীর সঙ্গে অপহৃতদের নাকে খত দিয়ে আপস করতে হয়। কখনো বা অপহরণকারী ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করা হলেও তাকে গ্রেফতার দেখাতে পুলিশ ইতস্তত করে। গডফাদারদের সুপারিশে ছাড়া পেয়ে যায় অপহরণকারী নেতা। এ অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। মহাজোট সরকার আমলে ছাত্রলীগের অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে জোরালো কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কেবল মুখোমুখেই হাতি-ঘোড়া মারা হয়েছে। দু-একটি ঘটনায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের আটক করা হলেও সেগুলো আইওয়াশ ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বজিৎকে হত্যার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রলীগ নেতাদের সরকার শুরুতে আড়াল করার চেষ্টাই করেছিল। গণমাধ্যমের চাপে সরকারের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সরকারকে ছাত্রলীগের অপরাধ দমনের কথা বলা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা শুধু সরকারকে একটি কথাই বলতে চাই, লাগামহীন অন্যায় অপরাধ করতে দিয়ে ছাত্রলীগকে এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত করা হয়েছে। আর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন একদিন তার নির্মাতাকেই বধ করে।